দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN 27 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

58

সরকার সমর্থক ছাত্র কর্মীদের উচ্ছৃংখল আচরণ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি আমরা বোধ হয় অনাদিকাল থেকে। বর্তমান সরকারও ক্ষমতায় এসে যে কয়টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আরেকটি হচ্ছে সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা দেখি আর এই প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পর্কে আমাদের হতাশা বাড়তে থাকে।

গত সোমবার 'সংবাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় খবর বেরিয়েছে কিশোরগঞ্জে আদালতের কাঠগড়া থেকে আসামি ছিনতাই, ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। সরকারিদলের একদল উচ্ছৃংখল সমর্থক গত রোববার আদালতের কাঠগড়া থেকে ৫ আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৯৭ সালে দায়ের করা এক হত্যা মামলার আসামি কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আরো ৪ জন অভিযুক্তকে নিয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে। বিচারক অভিযুক্তদের জামিন না-মঞ্জুর করলে বাইরে অপেক্ষমান সমর্থকরা আদালতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে অভিযুক্তদের ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে এরা সকলেই সরকারিদল সমর্থক ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মী।

এই ঘটনার সঙ্গে সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে আমরা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরাই যদি আদালতের সিদ্ধান্ত না মেনে উচ্ছৃংখল আচরণ করে, আদালত আক্রমণ করে তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সরকারি প্রতিশ্রুতি কোথায় দাঁড়ায়?

আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীরা একমত না হলে তাদের জন্যে উচ্চ আদালতের দরজা খোলা ছিল। তাদের সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল। কিশোরগঞ্জ আদালতে সন্ত্রাস না করে উচ্চতর আদালতে আপিল করলে তারা যে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেটাই প্রমাণিত হতো। কিশোরগঞ্জ আদালত আক্রমণ করে আসামিদের ছিনতাই করে স্থানীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের সমর্থকরা শুধু আদালত অবমাননাই করেনি বরং আইনের শাসনের বুকে-পিঠে সব জায়গাতেই ছুরিকাঘাত করেছে। এ রকম উচ্ছৃংখলতা সাধারণে করলে অপরাধ তো বটেই, ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা করেছে বলে অপরাধের মাত্রা আরো বেড়েছে।

আমরা আশা করব কিশোরগঞ্জের ঘটনাকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবেন এবং দলীয় সমর্থক হলেও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে সরকার যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবিচল সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।